যুগান্তর

04 MAR 2008

নাতন পদ্ধতির ভর্তি পরীক্ষা : ৩৬ দিনেও রেজাল্ট হয়নি

ইবি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে মেধাবী শিক্ষার্থীরা

লামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

ক্ষা পদ্ধতির অস্বচ্ছতা, ফল প্রকাশে দীর্ঘসূত্রতা, প্রশ্নপত্র াসহ ব্যাপক দুর্নীতির ঘটনায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ষই মেধাবীরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। মান্ধাতা আমলের ভর্তি ক্ষা পদ্ধতি চালু থাকায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার আগ্রহ য়ে ফেলছে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ্রবিক শিক্ষা কার্যক্রমও ব্যাহত হচ্ছে। ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে র্ষ প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের এক মাস বাহিত হলেও আজও ফল প্রকাশ হয়নি। ফলে য় হয়ে পড়েছেন ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়া ৪৩ ার শিক্ষার্থী। ২৯, ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি ইসলামী বিদ্যালয়ে অনার্স প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত । অন্যান্য বছর ভর্তি পরীক্ষার ২০/২২ দিনের মধ্যে শ হলেও এ বছর এক মাস পেরিয়ে গেছে। তবে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট ইউনিট কর্তৃপক্ষকে মী ৬ মার্চের মধ্যে ফল প্রকাশ করার সময়সীমা বেঁধে ছে। অথচ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক পরে পরীক্ষা নিয়েও ন্য বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যে ফল প্রকাশ করে ভর্তি কার্যক্রম করে দিয়েছে। শীর্ষস্থানীয় কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে বর্ষের ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। প্রতিবারের মতো এবারও এ বিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত সব কার্যক্রম সম্পন্ন করতে অন্তত ৬ সময় লাগছে। পরীক্ষা গ্রহণ ও উত্তরপত্র মূল্যায়নে সনাতন তি অনুসরণ করায় প্রতি বছরই এরকম সমস্যা হয়ে আসছে।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালিপনা ও শিক্ষকদের-অর্থলোভী মানসিকতাকেই দায়ী করেছে শিক্ষার্থীরা। ছাত্র, সংগঠনগুলো এবং সাধারণ ছাত্রছাত্রী দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে এমসিকিউ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ এবং অপটিক্যাল মার্কস রিডার (ওএমআর) পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়নের দাবি করে আসছে। যাতে স্বল্পসময়ে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়। কিন্তু শিক্ষক আধুনিক এ পদ্ধতি মানতে নারাজ।

উত্তরপত্র মূল্যায়নে প্রতি শিক্ষকের ৫ থেকে ৮০ হাজার টাকা আয় : ওএমআর পদ্ধতি চালুতে শিক্ষকদের বিরোধিতা

নিজেদের স্বার্থে তারা মেধা যাচাইয়ের অজুহাতে ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতিকে ক্রমান্বয়ে মান্ধাতা আমলের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের দাবি এ বিশ্ববিদ্যালয় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে হওয়ায় শিক্ষকদের পার্টটাইম চাকরি করে অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ কম। একমাত্র ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমেই তারা এককালীন আয় করে থাকেন। প্রতি বছর ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিক্রি করে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে সোয়া ১ কোটি টাকা আয় হয়। ভর্তি পরীক্ষার খাতা দেখে ইউনিটভেদে একজন শিক্ষক ৫ হাজার থেকে ৮০ হাজার টাকা পর্যন্ত পান। এমসিকিউ এবং ওএমআর পদ্ধতিতে ভর্তি প্রক্রিয়া গ্রহণ করলে এ টাকার পরিমাণ কমে যাওয়ার আশংকায় তারা লিখিত পরীক্ষা গ্রহণে বেশি আগ্রহী। এ প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ এবং দুর্নীতিরও সুযোগ রয়েছে যথেষ্ট। ফলে প্রতি বছর এখানে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ও প্রক্সি দেয়ার ঘটনা বাড়ছে আশংকাজনক হারে। গত দুই বছরে ভর্তি পরীক্ষায় প্রক্সি দিতে গিয়ে শুধু ধরা পড়েছে ৩৫ জন। ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতির ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ে দায়িত্ব পালনকারী সব ভিসি ছিলেন অসহায়। পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে গেলেই শুরু হয় ভিসি হটানো আন্দোলন। ভর্তি প্রক্রিয়ার পেছনে এ দীর্ঘ সময় ব্যয় হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। এ সময় শিক্ষকরা ব্যস্ত থাকেন ভর্তি কার্যক্রম নিয়ে। এ সময় নির্ধারিত ক্লাস ও পরীক্ষা হয় না। এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট সৃষ্টি হচ্ছে। দেশের কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের ৩৬ দিন পর ফল প্রকাশ করার নজির নেই যা এ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ করছে। অথচ এ বিশ্ববিদ্যালয়েরই থিওলজি অনুষদের অধীন 'ক' ইউনিট অত্যাধুনিক অপটিক্যাল মার্কস রিডার (ওএমআর) পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে ভর্তি পরীক্ষার পরের দিনেই ফল প্রকাশ করে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। ২৯ জানুয়ারি এ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ ও ৩০ জানুয়ারি ফল প্রকাশ করা সত্ত্বেও অন্যান্য ইউনিটের ফল প্রকাশ না হওয়ায় তারা এখনও ভর্তি কার্যক্রম শুরু করতে পারেনি।